বলেছেন, 'লোকোত্তীর্ণ রূপে অবস্থান, এইটিই হ'ল অলঙ্কারের (অতিশয়োক্তির) অলঙ্কারত্ব; **লোকোত্তরতাই হচ্ছে 'অতিশয়'**, তাই অতিশয়োক্তি…' ("লোকোত্তীর্ণেন রূপেণ অবস্থানম্ ইতি অয়ম্ এব অসৌ অলঙ্কারস্য অলঙ্কারভাবঃ; **লোকোত্তরতা এব চ অতিশয়ঃ, তেন অতিশয়োক্তিঃ…**" —ধ্বন্যালোক, ৩।৩৬)।

এই যখন 'অতিশয়', তখন শুধু সাদৃশ্যের সীমায় বন্দী হ'য়ে থাকা তার পক্ষে তো সম্ভব নয়; স্বভাবতঃই সে বেরিয়ে চ'লে যাবে এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিভিন্ন ক্ষেত্রে রচনা করবে তার বিহারভূমি। এই কথাই বলেছেন মহেশচন্দ্র কাব্যপ্রকাশের 'তাৎপর্য্য-বিবরণী'তে—"অতিশয়ঃ অতিশয়িতা প্রসিদ্ধিম্ অতিক্রান্তা লোকাতীতা উক্তিঃ অতিশয়োক্তিঃ; সা চ এতেষু পরস্পরম্ **অত্যন্তবিলক্ষণেষু** অপি **চতুর্ষু** প্রভেদেষু অস্তি ইতি এতেষাং প্রভেদানাম্ অতিশয়োক্তিঃ ইতি সাধারণং নাম")। এর অনুবাদ অনাবশ্যক, কারণ ভাষা সরল। **চারটির** জায়গায় আমি **পাঁচটি** প্রকারভেদের উল্লেখ করেছি রুয্যকের মতে।

অতিশয়-ব্যাখ্যা এখনো শেষ করি নাই। এইবার শোনাচ্ছি সম্পূর্ণ অভিনব একটা কথা। 'পণ্ডিতরাজ' কবি জগন্নাথ (সপ্তদশ শতাব্দী) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থে অতিশয়োক্তির সংজ্ঞায় বলছেন, **'বিষয়ীর দ্বারা বিষয়ের নিগরণের (গ্রাসের) নাম অতিশয়,** তার উক্তি—অতিশয়োক্তি' ("বিষয়িণা বিষয়স্য নিগরণম্ অতিশয়ঃ, তস্য উক্তিঃ")। দেখা যাচ্ছে যে 'অতিশয়' মানে নিগরণ বা গ্রাস। **অন্যান্য অলঙ্কারিক যাকে বলেছেন বিষয়ীর অধ্যবসায়, জগন্নাথ তাকেই বলেছেন বিষয়ীর অতিশয়।** পণ্ডিতরাজের কথাটার তাৎপর্য্য এই যে **বিষয়ীর** যেখানে আতিশয্য (poetic exaggeration), সেইখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। এই আতিশয্য যেখানে অত্যন্ত উৎকট (প্রবল), সেইখানে 'নিগরণ' মানে নিঃশেষে গিলে ফেলা অর্থাৎ বিষয়কে বিষয়ীর ত্রিসীমানায় আসতে না দেওয়া। এ অবস্থা ঘটে একমাত্র রূপকাতি-শয়োক্তিতে। **শুধু** এই **রূপকাতিশয়োক্তিতেই বিষয় বিষয়ী যথাক্রমে উপমেয় উপমান। অন্য রকমের অতিশয়োক্তিগুলিতে উপমেয়-উপমানের প্রশ্নই নাই; সেখানে বিষয়-বিষয়ী শুধু 'প্রকৃত-অপ্রকৃত'। বিষয় বিষয়ী দুইই সেখানে থাকে; 'বিষয়' থাকে গৌণ কাজেই মোন হ'য়ে আর 'বিষয়ী' থাকে আতিশয্যের সৌন্দর্য্যময় ঐশ্বর্য্যে মহিমান্বিত হ'য়ে।** সেখানে পণ্ডিতরাজের 'নিগরণ' মানে বিষয়ের গৌণতা; 'বিষয়'

আলঙ্কারিক ভাষায় সেখানে বিষয়ীর দ্বারা 'অধঃকৃত' অর্থাৎ বিষয়ীর কাছে সে ম্লানমুখে অবস্থিত। 'সিদ্ধ অধ্যবসায়' রূপকাতিশয়োক্তির সঙ্গেই শেষ হ'য়ে গেছে; আলোচ্য প্রকারভেদগুলিতে সে অবান্তর।

(খ) 'অভেদে ভেদ' অতিশয়োক্তি

একই বস্তুকে ভিন্ন ব'লে কল্পনার নাম 'অভেদে ভেদ'।

(i) "এই আমি আর নই গো আমার সেই আমি,
মালা-গাঁথায় আনমনে যায় দিনযামী"—করুণানিধান।

—'আমি' একটি, তবু দুই ব'লে তাকে কল্পনা করা হয়েছে। এ কল্পনার মূলে রয়েছে যৌবনাগমে উদ্বুদ্ধ নবচেতনা। কবি আগে বলেছেন,

"দখিন হাওয়ায় বুকের মাঝে জাগ্‌ল বসন্ত,
চিনিয়ে দিলে পাগলা ফাগুন অচেনা পন্থ।"

রবীন্দ্রনাথের 'যখন পড়বে না মোর চরণচিহ্ন এই বাটে'-র 'নেই আমি', 'এই আমি', 'সেই আমি' আমাদেব উদাহরণের বিপরীত—সেখানে 'চির-আমি'-র কথা।

(ii) 'দেবতার বরসম কভু লভি কৃচ্ছ্রসাধনায়,
দৈবে-পাওয়া বত্ন হেন লভি কভু বিনা তপস্যায়,
নিষ্ঠুর দস্যুর মতো সবলে লুণ্ঠন কবি কভু
প্রেয়সীর বিম্বাধর—এক কিন্তু এক নয় তবু।'—শ. চ.

('অলঙ্কাবসর্ব্বস্ব'-উদ্ধৃত একটি প্রাকৃত কবিতাব মুক্তানুবাদ)—একই বিম্বাধরে আস্বাদবিভিন্নতায় ভেদকল্পনা।

(গ) 'সম্বন্ধে অসম্বন্ধ' অতিশয়োক্তি

'সম্বন্ধে অসম্বন্ধ' কল্পনায় চিরসম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ অস্বীকার কবা হয়।

(i) 'রূপরসগানগন্ধপরশের এ নৈবেদ্যখানি
তুমি রচিয়াছ, ব্রহ্মা? হায়, বৃদ্ধ, কেমনে তা মানি?—
স্থবির, পলিতকেশ, লোলচর্ম্ম, গলিতদশন
পিতামহ তুমি, জড়, ক্ষীণেন্দ্রিয়, ব্যাবৃত্তব্যসন—
তুমি রচিয়াছ এই চরাচব আনন্দসুন্দর?
মিথ্যা কথা। আমি জানি স্রষ্টা এর রতিপঞ্চশর।'—শ. চ.

(কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকেব একটি কবিতার ছায়ায় রচিত)

—পুরাণমতে ব্রহ্মা বিশ্বস্রষ্টা, সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর নিত্যসম্বন্ধ। কবি এ সম্বন্ধ অস্বীকার করেছেন।

এই শ্রেণীর অতিশয়োক্তির উদাহরণ বাঙলায় নাই বললেই চলে।

(ঘ) 'অসম্বন্ধে সম্বন্ধ' অতিশয়োক্তি

'অসম্বন্ধে সম্বন্ধ' বলতে বোঝায় যার সঙ্গে যার স্বাভাবিক সম্বন্ধ **নাই**, তাদের মধ্যে **অসম্ভব** সম্বন্ধের কল্পনা ("কল্পনম্ অসম্ভবিনঃ অর্থস্য"—কাব্যপ্রকাশ)।

এই লক্ষণের অতিশয়োক্তিতে বৈচিত্র্য বেশী। এরই বেশী উদারণ পাওয়া যায় আমাদের বাঙলা সাহিত্যে। **অসম্ভবের সম্ভাবনাকল্পনাই** এই অলঙ্কার সৃষ্টির প্রেরণা।

নানাভাবে এই অসম্ভব সম্বন্ধ কল্পনা করা যায়। যেমন,

(এক) 'যদি'-প্রয়োগে অসম্বন্ধে সম্বন্ধ

'সম্বন্ধ হয় না জানি; কিন্তু **যদি** হ'ত বা হয়, তাহ'লে…' এই হচ্ছে ভাবখানা।

(i) 'কুন্দ সে যদি ফুটে নবপল্লবে,
বিদ্রুমবুকে মৌক্তিক সম্ভবে,
ওদের সঙ্গে উপমিত হয় তবে
উমার অরুণ-অধরে শুভ্র হাসি।' —শ. চ.
('কুমারসম্ভব' হ'তে)

—দ্বিতীয় চরণে 'যদি' উহ্য। অরুণ-অধর আর নবপল্লব-বিদ্রুম উপমেয় উপমান এবং শুভ্রহাসি আর কুন্দ-মৌক্তিক উপমেয় উপমান। কিন্তু এই সাদৃশ্যটাই অতিশয়োক্তির নিয়ন্তা নয়; নিয়ন্তা কচিকিসলয়ে কুন্দ ফোটানো আর প্রবালের বুকে মুক্তা জাগানো এই অসম্বন্ধে সম্বন্ধরূপ অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তোলার কল্পনা। আচার্য্য দণ্ডীর মতে এখানে **অদ্ভুতোপমা**।

পীযূষবর্ষ জয়দেব এর নাম দিয়েছেন **সম্ভাবনা** (অতিশয়োক্তি)। তাঁর রচিত উদাহরণটিতে অসম্ভবের চরম খেলা। সেটির মুক্ত অনুবাদ:

(ii) 'স্ফটিক কলস যদি পূর্ণ করি' নির্ম্মল সলিলে,
মৌক্তিক বপন করি তায়,
সেই মুক্তা অঙ্কুরিয়া অপূর্ব্ব লতায়

ফুটাইয়া তুলে যদি শুভ্র পুষ্প, তবে, প্রভু, মিলে
তোমার যশের উপমান।' —শ. চ.

(iii) "যতনে আনিয়া যদি ছানিয়া বিজুলি।
অমিয়ার ছাঁচে যদি গড়াই পুতলী॥
রসের সায়রে যদি করাই সিনান
তবু ত না হয় তোমার নিছনি সমান॥"—বলরামদাস।

—রাধার লোকাতিক্রান্ত রূপমাধুর্য্যের বর্ণনা করছেন বিভোর কৃষ্ণ। নয়নে তাঁর প্রেমাঞ্জন। সেই নয়নের দৃষ্টির সৃষ্টি এই রাধা; তাই এত কাণ্ড ক'রেও শেষে "তবু ত না হয় তোমার নিছনি সমান" বলাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এই চরণটিতে উপমান-প্রত্যাখ্যানরূপ **'প্রতীপ'** অলঙ্কারের দ্যোতনা রয়েছে। এ শুধু 'অতিশয়' নয় 'নিরতিশয়' অর্থাৎ যার চেয়ে অতিশয় (অলৌকিকতা) আর হয় না (নিঃ নাস্তি অতিশয়ো যস্মাৎ)। "অসমোর্দ্ধপ্রেমামৃতসমুদ্রসংমগ্নঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীমত্যাঃ নিরতিশয়রূপমাধুরীং তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি ইত্যাদিনা বর্ণয়তি", বলছেন রাধামোহন ঠাকুর। 'তুমি মোর নিধি…' ইত্যাদি এই পদখানির প্রথম চরণ। প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখি পদখানি রবীন্দ্রনাথের অতীব প্রিয়।

(দুই) সাধারণ অসম্বন্ধে সম্বন্ধ

(iv) "অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা ল'য়ে।
পদনখে রহিয়াছে দশরূপ হ'য়ে॥"—ভারতচন্দ্র।

(v) "কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারিপাশে॥"—ভারতচন্দ্র।

—দুটিই অন্নদার মোহিনী-রূপের বর্ণনা। অন্নদার নখে শশাঙ্কের আশ্রয়-গ্রহণ বা পঞ্চম স্বর শিখতে কোকিলের অন্নদাকে গুরু-পদে বরণ অসম্বন্ধে সম্বন্ধ অর্থাৎ অসম্ভাবনীয় সম্বন্ধ-কল্পনা। শশাঙ্ককে অন্নদার দশনখে ফেলে কবি জানিয়ে দিলেন যে যে-চাঁদের চেয়ে লক্ষগুণে ভালো (নিষ্কলঙ্ক) দশ-দশখানা চাঁদ অন্নদার পায়ের নখে প'ড়ে রয়েছে, তার গরব করার কিছুই নাই। মধুরতম পঞ্চম স্বর কোকিলের নিজস্ব সম্পদ্ (পঞ্চম স্বরের 'জাতি' পিক, বর্ণ শ্যাম, রস শৃঙ্গার ইত্যাদি—নারদপুরাণ)। কবি কোকিলকে অন্নদার শিষ্য ক'রে দেখিয়ে দিলেন অন্নদার 'কথা'র (কণ্ঠধ্বনির) কাছে কোকিলের পঞ্চম স্বর কিছুই নয়। অন্নদার নখসৌন্দর্য্য আর কণ্ঠমাধুর্য্যকে অলৌকিক মহিমা দেওয়াই কবির উদ্দেশ্য।

(vi) "লোচন-নীর তটিনী নিরমান।
তহিঁ কমলমুখী করত সিনান।"—বিদ্যাপতি।
'নয়নজলে তটিনী নিরমিয়া
সিনান করে কমলমুখী তায়।'—শ. চ.

—বিরহিণী রাধার বর্ণনা। চোখের জলে নদীর সৃষ্টি এবং তাতে স্নান অসম্ভব কল্পনা; তবু সুন্দর—অশ্রুমুখী রাধার অপূর্ব্ব চিত্রায়ণ।

(vii) "বারেক চাহিনু আকাশের পানে, বারেক ধরণীপানে,
সঘন বরষা ঘনায় আবার ঘন চিকুর হানে।
একটু জ্যোৎস্না খসিয়াছে শুধু কোন্ সে মেঘের ফাঁকে
আমারি ঘরের বালিস-আলিসে, হৃদয়ে ধরিনু তা'কে।"
—মোহিতলাল।

—শ্রাবণরাতে পাশে ঘুমন্ত কিশোরী বধূর বর্ণনা।

(viii) "সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিলক গো,
তাহে শোভে অলকের পাঁতি।
মেঘের উপরে যেন ঝলমল করে গো
চান্দে যেন ভ্রমরার ভাঁতি॥" —শ্রীনিবাস।

—শ্রীকৃষ্ণের শ্যামকপাল মেঘ, তিলক চাঁদ, অলকের পাঁতি (চূর্ণ কেশের পঙ্‌ক্তি) ভ্রমর। মূল অলঙ্কার উৎপ্রেক্ষা। কিন্তু মেঘের বুকে চাঁদ থাকে না, চাঁদের পাশে ভোমরা থাকে না—অসম্বন্ধে সম্বন্ধ। অতিশয়োক্তি। রাধামোহন ঠাকুর বলছেন, "মেঘের উপরে ইত্যাদি অদ্ভুতোপমা"। একই কথা (প্রথম উদাহরণ 'কুন্দ সে যদি' ইত্যাদির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। অদ্ভুতোপমা 'যদি' থাকলেও হয়, না থাকলেও হয়। কিন্তু জয়দেবের 'সম্ভাবনা' 'যদি' না থাকলে হয় না।

(ix) "শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা;
শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।"—রবীন্দ্রনাথ।

—চিত্রাঙ্গদার উক্তি মদনের প্রতি। নয়নের কোণে ধনুক বাঁকানো অসম্বন্ধে সম্বন্ধ। পুরুষের প্রতি রমণীর কটাক্ষের অমোঘতার দ্যোতনা রয়েছে চোখের কোণে ফুলধনু বাঁকানোর মধ্যে।

(x) "চন্দনবিন্দু পূর্ণিমইন্দু সিন্দূরমিহির **পাশ**"—বলরামদাস।

—ললাটের চন্দনবিন্দু এবং সিন্দূরবিন্দুকে যথাক্রমে তুলনা করা হয়েছে পূর্ণিমার ইন্দু এবং মিহিরের (সূর্য্যের) সঙ্গে। এখানে সাধারণ রূপক মাত্র,